উন্নত জাতের দেশী মুরগি উৎপাদনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

ভূমিকা ঃ

দেশীয় মুরগির প্রজাতি গুলোকে দেশীয় মুরগির প্রজাতি দ্বারা উন্নয়ন করার চেষ্টা বা পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) শুরু করেছে ২০১০ সালে। মূল লক্ষ্য ছিল দেশীয় তিন ধরনের (কমনদেশী, হিলি, গলাছিলা) মুরগি সংগ্রহ করে ইহার কৌলিক মান উন্নয়ন এবং সিলেকটিভ ব্রীডিং এর মাধ্যমে বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষম মুরগির জাত তৈরী করা। বিএলআরআই-এ বিদ্যমান স্টককে ব্যবহার করে এবং দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে উন্নত জাতের দেশীয় মুরগি বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ফাউন্ডেশন স্টক তৈরী করা হয়। দীর্ঘ ৮ (আট) বছর যাবৎ নির্বাচিত প্রজনন এবং লালন পালনের মাধ্যমে দেশী মুরগির উপর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে এদের উৎপাদনে আশাতীত উৎকর্ষ আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে। দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ডিমের ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রথম ডিম পাড়ার বয়স কমেছে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। কমনদেশী ও গলাছিলা মুরগি ডিম উৎপাদনের জন্য এবং হিলি মুরগি মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এরূপ উন্নত জাতের দেশী মুরগির বিজ্ঞান ভিত্তিক উৎপাদন কৌশল বা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা ব্যবহার করে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে নারীগোষ্ঠী এবং বাণিজ্যিক উদ্যোক্তাগণ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তথা আর্থিকভাবে লাভবান হতে সক্ষম হবেন।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৮ (আট) বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশুদ্ধ দেশী জাতের মুরগির উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নত নির্বাচনশীল প্রজনন (Selective breeding) কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে এদের উৎপাদনশীলতা লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল সমূহ খামারীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে, "দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ছয়টি উপজেলায় নির্বাচিত ৩০০ জন (প্রত্যেক উপজেলায় ৫০ জন মহিলা খামারী) সুফলভোগীদের মাঝে (নকলা, শেরপুর; জয়পুরহাট সদর; দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর; ডুমুরিয়া, খুলনা; কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এবং সোনাগাজী, ফেনী) মাঠ পর্যায়ের উৎপাদনশীলতা যাচাই করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রত্যেকটি পরিবারে ৬ টি করে মুরগী ও ২ টি করে মোরগ প্রদান করা হয়েছে। মোরগ-মুরগী গুলো ৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত লালন-পালন করা হয়। ক্রিপ ফিডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দৈনিক প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মোরগ-মুরগীকে ৬০ গ্রাম করে সম্পূরক খাদ্য প্রদান করা হয় এবং সময়মত টীকা প্রদানকরা হয়। বাচ্চাগুলোকে ৪ (চার) সপ্তাহ পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপ প্রদান করা হয়।

কমনদেশী মুরগী

হিলি মোরগ

গলাছিলা মুরগী